অস্পষ্ট, কারণ যেক্ষেত্রে বার্কলি নিজে বলেছেন "ধারণা ও প্রত্যয়—উভয়ই সাক্ষাৎ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিষয়ের, সেক্ষেত্রে এই পার্থক্য হল ভাষাগত বা নাম মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, বার্কলির মতে আত্মা হল আধ্যাত্মিক দ্রব্য—যা ধারণার আধার। এই মতের বিরুদ্ধে হিউম ও কান্টের সমালোচনা প্রণিধানযোগ্য। হিউমের মত আত্মা কোন অপরিবর্তনীয় দ্রব্য নয়, কারণ তা আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচর। পরিবর্তনশীল মানসিক ক্রিয়ার সমষ্টি হল আত্মা। কান্টের মতে আত্মা হল অতীন্দ্রিয় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রত্যয় হতে পারে না। একমাত্র ব্যবহারিক আত্মা যা হল পরিবর্তনশীল মানসিক ক্রিয়ার প্রবাহ—তাকেই জানা যায়।

৫। অমূর্ত ধারণা অসম্ভব (How Berkeley rejects Abstract Ideas) ঃ

জন লক কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ মূর্ত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন ; কিন্তু তিনি বলেন যে, অমূর্ত সাধারণ ধারণার (যথা মানবতার) বস্তুগত কোন সত্তা না থাকলেও মনের মধ্যে আমরা এরূপ অমূর্ত জাতিগত ধারণা গঠন করতে পারি। লকে মতে, এগুলি নিছক মনেরই সৃষ্টি। বহির্জগতে সাধারণ ও সার্বিক জাতির কোন অস্তিত্ব নেই বটে, কিন্তু আমরা কোন জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর বিশেষ ও অপ্রধান গুণগুলি বাদ দিয়ে সাধারণ গুণ বা ধর্মকে কেন্দ্র করে অমূর্ত ও অরূপ জাতিগত ধারণা গঠন করতে পারি। এই সারধর্মের চিন্তা সম্পূর্ণ অমূর্ত ঃ আমরা অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্রগন্ডী অতিক্রম করে ব্যাপক, ইন্দ্রিয়াতীত ও অমূর্ত জাতিগত ধারণা গঠন করতে পারি। এই হিসাবে লক ধারণাবাদী দার্শনিকরূপে খ্যাত। তিনি আরও বলেন যে, জড়দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা আমাদের না থাকলেও গুণাবলীর বিশুদ্ধ আধার হিসাবে জড়দ্রব্যের অমূর্ত ধারণা গঠন করা সম্ভব।

বার্কলি লকের অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) অধিক সঙ্গতির সঙ্গে অনুসরণ করে বলেন যে, যার প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনও সম্ভব নয় তার ধারণাও মনে গঠন করা সম্ভব নয়। আমরা অমূর্ত ও অরূপ জাতিগত ধারণার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করি না, এজন্য এরূপ জাতিগত ধারণা মনে গঠন করবার আমাদের কোন ক্ষমতা নেই। বার্কলির মতে, আমাদের চিন্তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গন্ডি কখনও লঙ্ঘন করতে পারে না। আমাদের চিন্তা বা ধারণা ব্যক্তি ও বস্তুবিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মূর্তিহীন বা রূপহীন কোন জাতির চিন্তা অসম্ভব। **অমূর্ত জাতি নামমাত্র, কিন্তু ধারণাতীত।** এইভাবে বার্কলি লকের ধারণাবাদ (Conceptualism) খন্ডন করে নামবাদ (nominalism) প্রবর্তিত করেন। সাধারণ জাতিগত ধারণা, কি বহির্জগৎ আর কি মনোজগৎ, কোন স্থানেই থাকতে পারে না, তা নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। যখনই

আমরা মানবজাতির কথা চিন্তা করি, তখনই তন্মধ্যে কোন পুরুষ বা স্ত্রী, কোন বর্ণ বা রূপের মূর্তি সেই জাতির প্রতিভূ (representative) হিসাবে নিহিত থাকবেই। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর মূর্তি বাদ দিয়ে নিছক অমূর্ত ধারণা গঠন অসম্ভব। বার্কলির ভাষায় "I do not deny absolutely that there are general ideas, but only that there are any abstract general ideas" অর্থাৎ সাধারণ ধারণাকে বার্কলি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন না, কিন্তু তিনি অমূর্ত সাধারণ ধারণা অস্বীকার করেন। তাঁর মতে অমূর্ত সাধারণ ধারণা গঠন সম্ভব না হলেও একই জাতীয় অন্যান্য বিশেষ ধারণার সংকেত বা প্রতিনিধিরূপে কোন একটি বিশেষ ধারণাকে বা নামকে ব্যবহার করে সাধারণ ধারণা গঠন করা যেতে পারে। যথা ত্রিভুজের জাতিগত সামান্য ধারণা গঠনের সময় একটি বিশেষ ত্রিভুজের প্রতিকৃতিকে যে কোন ত্রিভুজের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আমাদের মনে উপস্থিত করি। এইভাবে প্রতীকের সাহায্যে সামান্য ধারণা গঠন করা যায় এবং প্রতীক হল একটি বিশেষ বস্তুর ছবি মাত্র বা নাম বিশেষ যা সমগ্র জাতিকে নির্দেশ করে। কোন নামহীন অমূর্ত সাধারণ ধারণার অস্তিত্ব অলীক কল্পনামাত্র। এইভাবে বার্কলির দর্শনে প্রত্যক্ষবাদের পরিণতি ঘটে। কেবলমাত্র বিশিষ্ট ধারণাই, বার্কলির মতে, আমাদের চিন্তার বিষয়বস্তু ; সামান্য বা জাতি স্বয়ং অস্তিত্বশীল নয়, কারণ এদের অনুরূপ কোন মানসিক চিত্র গঠন করা যায় না।

সমালোচনা ঃ বার্কলি অমূর্ত সাধারণ ধারণা খন্ডন করে প্রত্যক্ষবাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন—একথা সত্য। কিন্তু আমরা বার্কলি প্রমুখ নামবাদীদের এই অভিমত যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি না। আমাদের চিন্তাধারা যদি বিশেষ, ও মূর্তিমান বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে জ্ঞানের কোন অগ্রগতি হত না। কিন্তু বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিকদের প্রাকৃতিক নিয়মের চিন্তা, দার্শনিকদের তত্ত্বমূলক চিন্তা, গাণিতিক ও যুক্তিবিজ্ঞানীদের মৌলিক নীতি সম্বন্ধে চিন্তা—এসবই অমূর্ত জাতিগত ধারণার পরিচায়ক। যখন আমরা কতকগুলি বস্তুকে নীলবর্ণ বলি তখন যেমন সেই বিশেষ বিশেষ নীল বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করি এবং তাদের ধারণাও করি, তেমনই এগুলির জাতিধর্ম নীলবর্ণের অস্তিত্বের স্বীকার করি এবং তার ধারণাও গঠন করি; এক্ষেত্রে নীলবর্ণ নিছক নামমাত্র নয়। বস্তুতঃ সাধারণ ধর্ম বস্তুগত এবং তাদের প্রতীকহীন অমূর্ত ধারণা গঠন সম্ভব। বার্কলি লককে সমালোচনা করে বলেন যে, যাবতীয় গুণাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে জড়দ্রব্যের বাহ্যিক সত্তা নিছক শূন্যগর্ভ; এমন কি, গুণ থেকে পৃথকভাবে তার কোন চিন্তাও সম্ভব নয়। জড়দ্রব্যের ধারণা করতে হলে কোন-না-কোন গুণের সঙ্গে তাকে যুক্ত হতেই হবে; সে ক্ষেত্রে জড়দ্রব্য হবে আমাদের মনের ধারণামাত্র, কারণ গুণমাত্রই মনোগত। যেহেতু গুণগুলি মনের ধারণামাত্র সেহেতু জড়দ্রব্যও গুণের সঙ্গে যুক্ত বলে তারও আমাদের মন বা জ্ঞান ছাড়া কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে না।